

2022

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলার লোককথার ইংরেজি সংকলন (১৮৮০-১৯২০)

Year	2022
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	June 1, 2022
DOI	10.62328/sp.Centennial-Special-Issue.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.Centennial-Special-Issue.6
Pages	৯৯-১২৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলার লোককথার ইংরেজি সংকলন (১৮৮০-১৯২০)

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ*

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রেনেসাঁর ভাবধারা মানুষের মনোজগতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসে, তাতে অলৌকিক শক্তি ও অদৃষ্ট নির্ভরতার মায়াজাল ছিন্ন করে ইউরোপীয় সমাজ নতুন করে মানুষের দিকে ফিরে তাকায়। মানুষই সকল কিছুর কেন্দ্রীয় বিবেচ্য এবং সকল ইহজাগতিক কাজের লক্ষ্য মানব উন্নতি— এই মূল ভাবনাকে কেন্দ্র করে যে কর্মধারা গড়ে ওঠে তাতে মধ্যযুগীয় সামন্তসমাজ ভেঙে পড়ে এবং গড়ে ওঠে নতুন পুঁজিবাদী সমাজ। নবপ্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদ ছিল সামন্তবাদের চেয়ে নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। পুঁজিবাদের প্রাথমিক বিকাশের যুগেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবনের ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি জমাতে শুরু করে। পুঁজিবাদ ঔপনিবেশিক পর্যায়ে উপনীত হলে ইউরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো ওইসব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে।

সামরিক শক্তি ও নানা কূটকৌশল প্রয়োগ করে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করার পর ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সেখানে নিজ কর্তৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্‌যোগ নেয়। এজন্য তারা নিজ নিজ দেশ থেকে 'সিভিলিয়ান' প্রশাসন এবং ধর্মপ্রচারক 'মিশনারি'দের উপনিবেশে নিয়ে আসে। আঠার শতকের শেষদিকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই কৌশল নেয়া হয়। ওই শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতে ইংরেজ সিভিলিয়ান ও মিশনারিদের আগমন ঘটে।

দীর্ঘস্থায়ী ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রজাকুলের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন। এই পর্যায়ে প্রজাদের জীবনযাপন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অনুধাবন করে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো। প্রজাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুধাবনের গুরুত্ব প্রথম দেখা যায় ফরাসিদের মধ্যে। অচিরে ইংরেজরাও এদিকে দৃষ্টি দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ্রেট ব্রিটেনের মহারানির কাছে একাজে আর্থিক সাহায্যের জন্যও আবেদন করে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই দেখা যায় যে, ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও খ্রিষ্টধর্ম

---

*উপাচার্য, রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রচারকরা ভারতের বিভিন্ন স্থানের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য উপকরণ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছেন।

দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব ভারত—চারটি অঞ্চলেই ইংরেজরা সংগ্রহের কাজ শুরু করে। এই সংগ্রহের মধ্যে গীতিকা, লোককথা ও প্রবাদ সংগ্রহের প্রাধান্য ছিল। নানা সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয় নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, প্রথা-সংস্কার, আদিবাসী জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান। ফলে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথম দু'দশকের মধ্যে বাংলা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বাংলা লোকসাহিত্যের এক বিপুল ভাণ্ডার দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে এসব সংগ্রহ ইংল্যান্ডের বিখ্যাত *Folklore* পত্রিকাসহ নানা গবেষণাপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হতো। উনিশ শতকের শেষ সিকিতে *The Indian Antiquary* ও *The Orientalist*-সহ নানা পত্রিকার মুদ্রণ শুরু হলে এতেও এসব উপকরণ গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায়। এর কিছু কিছু উপকরণ পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। আবার অনেকের সংগ্রহ শুরুতেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি বড় অংশ ছিল বাংলা লোককথা। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মনে করতেন যে "India is the home of Fairy Tale"।

আমাদের বর্তমান নিবন্ধের অনুসন্ধানের বিষয় ইংরেজিতে প্রকাশিত বাংলা লোককথার সংকলন। এই অনুসন্ধানের জন্য আমরা মূলত তিনটি গবেষণার সহায়তা নিয়েছি। এর দুটি গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বাংলাদেশের দু'জন অগ্রগামী ফোকলোরবিদ আশরাফ সিদ্দিকী ও মযহারুল ইসলাম গত শতকের মাঝামাঝি এই গবেষণা সম্পন্ন করেন। আশরাফ সিদ্দিকীর গবেষণার বিষয় ছিল "Folklore studies and collection during the British period"। এই গবেষণার ভিত্তিতে পরে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৮১, ১৯৯৭)। মযহারুল ইসলাম গবেষণা করেন "A History of English folktale collections in India and Pakistan"। অভিসন্দর্ভের শিরোনামটি বিভ্রান্তিকর হলেও গ্রন্থ প্রকাশের সময় (১৯৭০) এর বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয়- *A history of Folktale collections in India and Pakistan*. তৃতীয় গবেষণাটি ১৯৭০-এর দশকের। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা ফোকলোরবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস* গ্রন্থে বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও চর্চার যে পর্যালোচনা করেছেন তাতে বাংলা লোককথা সংগ্রহের বিস্তৃত তালিকা উপস্থাপিত হয়েছে।

দুই

প্রথম প্রজন্মের বাঙালি ফোকলোরবিদ আশরাফ সিদ্দিকীর মত অনুসরণ করলে বলা যায় যে, বাংলা লোককথার প্রথম সার্থক সংকলক গেভর্ন হেনরি ড্যামন্ট (Gavorn Henry Damant)। ইংরেজ সিভিলিয়ান ড্যামন্ট রংপুরে কর্মরত থাকাকালীন সে

অঞ্চলের ২০টি লোককথা *Indian Antiquary* তে (১৮৭২-৮৪) প্রকাশ করেন [Siddiqui 1997 : 49]। তবে এর মধ্যে ড্যামন্ট মনিপুরে বদলি হন এবং সেখানে নাগা বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন (১৮৭৯)। অনেক পরে ড্যামন্টের সংগ্রহগুলো আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় *Tales from Bangladesh* (ঢাকা : ১৯৭৬) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সিদ্দিকীর বিবরণে ড্যামন্টের পরে বাংলা লোককথার সংকলক হিসেবে মেভি স্টোক্স (Maive Stokes)-এর নাম পাওয়া যায় [Siddiqui 1997 : 62-63]। সিদ্দিকী মনে করেন যে ইংল্যান্ডে সেই সময়ে ফোকলোর গবেষণার যে অগ্রগতি, তার ছাপ রয়েছে ১৮৭৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত স্টোক্সের *Indian Fairy Tales* শীর্ষক সংকলনে। এর উৎকর্ষের কারণ হিসেবে তিনি সংকলক কর্তৃক সংগ্রহের কাল উল্লেখ, কথকের পরিচয়, ব্যাখ্যা ও গ্রন্থপঞ্জির সমাহার প্রভৃতিকে উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে ইংরেজি, জর্মন, রুশ, আরব প্রভৃতি অঞ্চলের লোককথার সঙ্গে তাঁর সংগ্রহের তুলনামূলক আলোচনাকে বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। তবে সিদ্দিকীর মতে স্টোক্সের মা মেরি টীকা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে টেইলর (Archer Taylor) নির্দেশিত নৃতাত্ত্বিক ভাবধারা ও ম্যাক্স মুলার (Max Muller)-এর পুরাণতত্ত্ব (Mythological theory) দ্বারা অতি-প্রভাবিত হয়েছেন এবং এর ফলে অনেক ব্যাখ্যাই ভুল হয়েছে।

আশরাফ সিদ্দিকীর বিবরণে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সংকলন লাল বিহারী দে (Lal Behari Day)-র *Folk-Tales of Bengal* (লন্ডন, ১৮৮৩)। সিদ্দিকীর মতে, এই সংকলনের গল্পগুলো প্রামাণ্য; কেননা বাংলা অঞ্চলসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর কথান্তর বা পাঠান্তর পাওয়া গেছে। তবে কথক পরিচয়, সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা এবং তুলনামূলক আলোচনার অভাব; গল্পের সাহিত্যিক অনুবাদ প্রভৃতি কারণে সিদ্দিকী দে-র সংকলনকে দুর্বল মনে করলেও এর পাঠকপ্রিয়তা এবং পরবর্তী সংকলকদের ওপর প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আশরাফ সিদ্দিকী লাল বিহারী দে-র সংকলনের সঙ্গে ড্যামান্ট এবং স্টোক্স-এর সংকলনের একটি গল্পের তুলনামূলক পাঠও উপস্থাপন করেছেন।

হেনরি ফ্রানসিস স্ক্রাইন (Henry Franchis Skrine)-এর *Tales of Bengal* (লন্ডন, ১৯০৮) আশরাফ সিদ্দিকীর বিবেচনায় লোককথার সংকলন নয়, বরং "Seventeen sketches of life in a nineteenth century Bengal village near Calcutta" [Siddiqui 1997 : 80]।

লাল বিহারী দে-র অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট থেকে ১৪টি হাস্যরসাত্মক লোককথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (Kashindranath

Bannerjee) তাঁর *Popular Tales of Bengal* (কলকাতা, ১৯০৫) গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে আশরাফ সিদ্দিকী উল্লেখ করেছেন যে, বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা লোককথার বিশিষ্ট শৈলী রপ্ত করতে পারেননি, যা লাল বিহারী দে পেরেছেন [Siddiqui 1997 : 90-91]। সিদ্দিকী আরও উল্লেখ করেছেন যে, গল্প উল্লেখিত কিছু আচারের বিশ্লেষণ থাকলেও বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহের পদ্ধতি এবং কথক সম্পর্কে কোনো তথ্য দেননি। তবে সংকলিত গল্পগুলোর প্রামাণিকতা নিয়ে সিদ্দিকী কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শোভনা দেবী (Shovana Devi) ২৮টি লোককথা নিয়ে প্রকাশ করেন *The Orient Pearls* (লন্ডন, ১৯১৫)। সিদ্দিকীর বিবেচনায় রূপকথা, হাস্যরসাত্মক গল্প ও উপকথার এ-সংকলন উৎকৃষ্ট; কিন্তু সংগ্রহ-পদ্ধতি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক শ্রেণি-বিভাজন প্রভৃতির অনুপস্থিতিতে এ-সংকলনের দুর্বলতাও কম নয় [Siddiqui 1997 : 94]। তাছাড়া সাহিত্যিক গদ্যে লোককথার পুনর্লিখনও সিদ্দিকীর মনঃপূত হয়নি।

ম্যাককুলক (William McCulloch)-এর *Bengali Household Tales* (লন্ডন, ১৯১২) সংকলনটি আশরাফ সিদ্দিকীর তালিকায় থাকলেও [Siddiqui 1997 : 1999] এর কোনো বিবরণ নেই।

প্রাচ্যের লোককথা ও ফোকলোর সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহই ইংরেজ সিভিলিয়ান ও ইতিহাসবিদ স্যার এফ.বি. ব্রেডলি-বার্ট (Sir Franchis Bradley Bradley Birt)-কে *Bengal Fairy Tales* (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯২০) সংগ্রহে উৎসাহিত করেছিল, এমনই মনে করেন আশরাফ সিদ্দিকী [Siddiqui 1997 : 99]। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় ব্রেডলি এই গল্পগুলো সংগ্রহ করেন। সিদ্দিকী লক্ষ করেছেন যে, 'ভবঘুরে' নামক কথক যে ১৪টি গল্প বলেছেন সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন, যেমনটি দেখা গেছে ম্যাককুলকের ব্রাহ্মণ কথকের ক্ষেত্রে। ব্রেডলির সংকলনের দ্বিতীয় অংশের পাঁচটি গল্প দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরদাদার ঝুলি* এবং তৃতীয় অংশের গল্পগুলো একই লেখকের *ঠাকুরমার ঝুলি* থেকে চয়নকৃত বলে মনে করেন সিদ্দিকী [Siddiqui 1977 : 99]। উল্লেখ্য, ব্রেডলির সংকলন প্রকাশের একযুগ আগে প্রকাশিত *ঠাকুরমার ঝুলি* (কলকাতা, ১৯০৭) এবং পরে প্রকাশিত *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (কলকাতা, ১৯০৮)-সহ দক্ষিণারঞ্জনের লোককথার সংকলনগুলো স্বদেশী আন্দোলনের কালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সিদ্দিকী আরও মনে করেন যে, ব্রেডলি তাঁর সংকলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে গল্পকথাকে সংক্ষিপ্ত করতে যাওয়ায় এর মৌলিকত্ব খর্ব হয়েছে। এই সংকলনের বড় ত্রুটি এতে কোনো ভূমিকা নেই এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। তবে গল্পগুলোর পাঠ-পাঠান্তর সারা বাংলা অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল বলে জানিয়েছেন সিদ্দিকী।

তিন

প্রথম প্রজন্মের অন্য বাঙালি ফোকলোরবিদ মযহারুল ইসলাম মনে করেন যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে ফোকলোর-চর্চার বৈজ্ঞানিকতা ভারতবর্ষে লোককথা-চর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পর্বে মেভি স্টোক্সের *Indian Fairy Tales* (লন্ডন, ১৮৭৯) গ্রন্থ প্রকাশকে তিনি সচেতন ফোকলোর-চর্চার ফসল বলে অভিহিত করেছেন [Islam 1982 : 49]। ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে স্টোক্সের সামনে মেরি ফ্রেরি (Mary Frere)-র *Old Deccan Days* (১৮৬৮) ছাড়া ভারতবর্ষীয় লোককথা সংগ্রহের অন্য কোনো নমুনা ছিল না। ফ্রেরি ও স্টোক্স দুজনেই ছিলেন ইংরেজ সিভিলিয়ান-কন্যা এবং দুজনেই ভৃত্যদের কাছ থেকে এসব গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। তবে স্টোক্স ইংলিশ ফোকলোর সোসাইটি নির্ধারিত লোককথা সংগ্রহের মডেল অনুসরণ করায় তাঁর লোককথা সংগ্রহকে বৈজ্ঞানিক সংগ্রহের মর্যাদা দিয়েছেন ইসলাম। মযহারুল ইসলাম তাঁর আলোচনায় স্টোকস্‌কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন [Islam 1982 : 49 & 146-149] এই বিবেচনায় যে সুসমন্বিত টীকা, বিস্তৃত ব্যাখ্যা, নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি সন্নিবেশে সংগ্রহটিতে পাণ্ডিত্যের সাক্ষর রয়েছে, যদিও এসব ক্ষেত্রে সংকলকের মা-বাবা সহায়ক হয়েছেন। সংকলিত গল্পগুলো তখনকার সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে প্রচলিত ছিল এবং এর অনেক সমান্তরাল (parallel) গল্পের কথা সংকলনেই উল্লেখিত হয়েছে। গল্পগুলো প্রথমে হিন্দুস্থানিতে নোট নিয়ে স্টোক্স এগুলোর ইংরেজি পাঠ তৈরি করেছেন এবং তৈরি পাঠ কথকদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। ফলে ইসলামের মতে, মুনিয়া ও দুখিনীর কথকতার ছাপ ইংরেজিতেও রয়ে গেছে, তা মূল থেকে দূরে সরে যায়নি এবং বাংলা ও বিহারের কথকতার স্বাদ তাতে পাওয়া যায়। তবে পরিশীলিত সংস্কৃতির একজন তরুণীর কলমে লিপিবদ্ধ পাঠে নগরের ভাবধারাও এড়ানো যায়নি। গল্পের শেষে কথকের নাম, সংগ্রহের কাল ও স্থান উল্লেখেরও প্রশংসা করেছেন ইসলাম।

লাল বিহারী দে-র *Folk Tales of Bengal*-এর চিরায়ত মূল্যকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন মযহারুল ইসলাম [Islam 1982 : 54]। তবে তিনি লক্ষ করেন যে, দে'র সংগ্রহ-পদ্ধতি পাঠকের কাছে অস্পষ্ট; এতে কথকদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য নেই। ইসলামের অনুমান, সমকালীন ফোকলোর সংগ্রহ-পদ্ধতির সঙ্গে দে'র পরিচয় ছিল না। তাঁর আলোচনায় মযহারুল ইসলাম মার্ক থরনহিল (Mark Thornhill)-এর *Indian Fairy Tales* (লন্ডন, ১৮৮৯)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। থর্নহিল বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) সময় এখানে কর্মরত ছিলেন। ইসলামের বর্ণনা অনুসারে এই সংকলনে ২৬টি লোককথা রয়েছে। তবে সংগ্রহ-পদ্ধতি, শ্রেণিবিভাজন ও নানা সীমাবদ্ধতার কথা বললেও ইসলাম এসব গল্পে বাংলার গল্প আছে কী না এসম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি (Islam 1982 : 58-59)।

মযহারুল ইসলাম মনে করেন যে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে এবং এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে ইংরেজ সিভিলিয়ান ও খ্রিষ্ট-মিশনারিরা জাতিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের চর্চার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয় [Islam 1982 : 82]। ফলে লোককথা সংগ্রহে একরকম শিথিলতা দেখা দেয়। এই পর্বেই উইলিয়াম ম্যাককুলকের সংগ্রহ।

ম্যাককুলক ছিলেন ইউনাইটেড ফ্রি চার্চ ইন লোয়ার বেঙ্গলের যাজক। ১৮৮৭ সালের সন্নিহিত সময়ে তিনি বাংলা লোককথা সংগ্রহ করেন এবং পরে *Bengali Household Tales* (লন্ডন, ১৯১২) নামে প্রকাশ করেন। ম্যাককুলকের এ-সংকলনের বিশেষ গুরুত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে মযহারুল ইসলাম বলেছেন যে, যখন ইংরেজ সংগ্রাহকরা মূলত পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও মধ্য প্রদেশের ফোকলোর সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত, তখন ম্যাককুলক বঙ্গের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন [Islam 1982 : 159-163]। ম্যাককুলকের দু'জন পূর্বসূরি ড্যামান্ট ও লাল বিহারী দে-র সংকলনকে প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করেননি ইসলাম, কেননা এতে তৎকালে প্রচলিত বঙ্গীয় গল্পের অধিকাংশই অনুপস্থিত। ম্যাককুলকের সংকলনের প্রতিনিধিত্বশীলতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ইসলাম; কেননা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান পরিবারে প্রচলিত গল্পগুলো এ-সংকলনে অনুপস্থিত। ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, উনিশ শতকের ব্রিটিশ বঙ্গে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ; অথচ ম্যাককুলক ও দে-র সংগ্রহের কোনো গল্পে একটি মুসলমান চরিত্র পর্যন্ত নেই। কথক হিন্দু ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণেই এমনটি ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করেন ইসলাম। কথক সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য না থাকা, এমনকি তার পরিচয় না থাকায় গ্রন্থের প্রামাণিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে, এমনটি মনে করে ইসলাম অনুমান করেন যে ব্রাহ্মণ কথক তার পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। ফোকলোর সংগ্রহ-পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটানোর আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয় ইসলামের নজরে এসেছে। তা হচ্ছে, যেসব গল্পে ব্রাহ্মণ চরিত্র আছে সেখানে ব্রাহ্মণকে গৌরবান্বিত করতে প্রচলিত গল্পের ঘটনা সংস্থানে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *Bengali Household Tales*-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মযহারুল ইসলাম [Islam 1982 : 159-163]। তাঁর মতে দক্ষিণ বঙ্গ থেকে ওই ২৮টি গল্প সংগ্রহ ছিল পরিশ্রমসাধ্য; উপরন্তু ওগুলো সরাসরি মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পাঠের পাতার নিচে টীকা ও পরে নির্ঘণ্টে তার বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা, পদ্ধতির দিক থেকে সুসংগঠিত ও সজ্জার দিকে থেকে সুবিন্যস্ত, সমান্তরাল কাহিনির উল্লেখের ক্ষেত্রে মৌখিক ও মুদ্রিত উভয় ধরনের গল্পের উদাহরণ, ভারতীয় গল্পভুবনের বাইরে গিয়ে ইংরেজি, জর্মন ও রুশ প্রভৃতি ভাষার গল্পের সঙ্গে তুলনা— সব মিলিয়ে ম্যাককুলকের সংগ্রহকে ভারতীয় লোককথার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন বলে মত দিয়েছেন ইসলাম। তবে ইসলাম মনে করেন যে, সমান্তরাল কাহিনি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ম্যাককুলক জেমস হিন্‌টন নউলস (James Hinton Knowles)-এর *Folk Tales of Kashmir* (লন্ডন, ১৮৮৮)-কে অনুসরণ করেছেন। এই

সমান্তরাল কাহিনি উপস্থাপনে ড্যামন্টের বাংলা লোককথার সংগ্রহ এবং সিসিল হেনরি বোম্পাস (Cecil Henry Bompas)-এর *Folklore of the Santal Parganas* (লন্ডন, ১৯০৯)-এ অন্তর্ভুক্ত গল্প বিবেচনায় না আনায় বিস্মিত হয়েছেন ইসলাম।

মযহারুল ইসলামের সংকলনে ফ্রান্সিস ব্রেডলি ব্রেডলি-বার্টের *Bengal Fairy Tales* (লন্ডন, ১৯২০)-এর নাম পাওয়া যায় [Islam 1982 : 99, 160]। তবে এ সংকলন সম্পর্কে তিনি কোনো আলোচনা করেননি।

চার

বাংলা অঞ্চলে লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে বরুণকুমার চক্রবর্তীর *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস* (কলকাতা, ১৯৭৭) একটি অভিধানের সমতুল্য। বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সংগ্রহ, সংকলন ও বিশ্লেষণের সূচি এতে যেমন পাওয়া যায়; পাশাপাশি অনেক সংগ্রহ-সংকলনের বিশ্লেষণ এবং কিছু উপকরণের দীর্ঘ উদ্ধৃতিও এতে উপস্থাপিত। গ্রন্থে বাংলা লোককথা-চর্চার ইতিহাস নিয়ে একটি বিস্তৃত অধ্যায় রয়েছে (বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬ : ৩৬৮-৪৭০)।

ওই অধ্যায়ের শুরুতে চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে লোককথার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা অবগত ছিলেন এবং ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও মিশনারিরা লোককথা সংগ্রহে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। এরপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথার ২২টি (১৮৬৬-১৯৪৪) সংকলনের বিবরণ দিয়ে চক্রবর্তী দাবি করেন যে, 'ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারী কিংবা ইউরোপীয় মিশনারিরা ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চল থেকে লোককাহিনি সংগ্রহে যে পরিমাণ উদ্যম ও নিষ্ঠা নিয়োগ করেছিলেন, বাংলাদেশের লোককাহিনি সংগ্রহে সে পরিমাণ উদ্যম নিযুক্ত করেননি।' [বরুণকুমার চক্রবর্তী, ১৯৮৬ : ৩৬৯]

বরুণকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ও খ্রিষ্ট-মিশনারি উইলিয়াম কেরি (William Carey)-কে তিনি বাংলা লোককথার প্রথম সংকলক বলে মনে করেন। চক্রবর্তীর মতে, কেরি সংকলিত *ইতিহাসমালা*-র বেশ কয়েকটি গল্প বাংলার রূপকথা ও উপকথা। মলয় বসুর বিবেচনায় *ইতিহাসমালা*-র অন্তত আটটি গল্প "অবিমিশ্র রূপকথা" (বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬ : ৩৭৪)। সুকুমার সেনও তাঁর নানা আলোচনায় কেরির *ইতিহাসমালা*-য় বাংলা লোককথা সংকলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

চক্রবর্তী মনে করেন যে, ১৮৭২ সাল ও পরবর্তী সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *The Indian Antiquary* এবং *Descriptive Ethnology of Bengal* শীর্ষক সাময়িকীদ্বয় বাংলা লোককথা সংগ্রহে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এ-প্রসঙ্গে তিনি *The Indian Antiquary*-তে দিনাজপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত জি. এইচ. ড্যামান্টের

লোককথার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে দাবি করেন যে, ড্যামান্টই প্রথম বাংলার লোককথাকে পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরেন। *Descriptive Ethnology of Bengal*-এ প্রকাশিত এডওয়ার্ড টিউইট ডালটন (Edward Tweit Dalton)-এর কিছু উপস্থাপনাকেও বাংলা লোককথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন [চক্রবর্তী ১৯৮৬ : ৩৭০]।

চক্রবর্তীর বিবরণে লোককথা সংগ্রহে লাল বিহারী দে-র *Folk Tales of Bengal*-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পূর্ণ স্বীকৃতি আছে [বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬ : ৩৭১-৭২]। মলয় বসুকে উদ্ধৃত করে চক্রবর্তী জানান যে লাল বিহারী দে-ই বাংলার রূপকথাকে অন্তঃপুরের শিশুদরবার থেকে বৃহত্তর বিশ্ববাসীর কাছে নিয়ে গেছেন এবং পরবর্তী বাংলা লোককথার সংগ্রাহকরা দে-র অনুসৃত আদর্শ ও ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। দে অন্য বাঙালির মতো শিশুকালে লোককথা শুনেছিলেন; কিন্তু সেগুলো তাঁর সংকলনে স্থান পায়নি। সংকলিত গল্পগুলো ১৮৮১ সালে অন্য কয়েকজন কথকের থেকে সংগৃহীত।

তবে এসব সত্ত্বেও চক্রবর্তী মনে করেন যে, দে ফোকলোর সোসাইটি নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক সংগ্রহপদ্ধতি অনুসরণ করেননি। তিনি কথকদের পরিচয়, সংগ্রহের স্থান-কাল ইত্যাদি প্রামাণিকতার উপাদানও উপস্থাপন করেননি। সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ না করে পরে স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ করায় অনেক গল্পের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে গেছে। তবে সুকুমার সেনের উদ্ধৃতি দিয়ে চক্রবর্তী মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ পরবর্তী বাঙালি লেখকরা দে-র রচনায় প্রভাবিত হয়ে তাঁদের সাহিত্যকর্মে লোক-উপাদান ব্যবহার করেছেন [বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬ : ৩৭৩]।

বরুণকুমার চক্রবর্তী দাবি করেছেন যে এইচ. এইচ. রিসলে (H. H. Risley)-র *The Tribes and Castes of Bengal* (কলকাতা, ১৮৯২)-এও কিছু স্থানীয় কাহিনি ও লোককাহিনি সংকলিত হয়েছে [বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬ : ৩৭৩]।

এরপরই চক্রবর্তীর আলোচনায় এসেছে উইলিয়াম ম্যাককুলক সংকলিত *Bengali Household Tales* (লন্ডন, ১৯১২)। বাংলার দক্ষিণাঞ্চল থেকে পূর্বে সংগৃহীত ২৮টি লোককথা এতে স্থান পেয়েছে এবং লাল বিহারী দে-র সংকলিত কোনো লোককথাই এতে নেই। চক্রবর্তী মনে করেন যে, এই গ্রন্থকে প্রথম সার্থক বাংলা লোককাহিনি সংকলনের মর্যাদা দেওয়া উচিত (বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬ : ৩৭৩)। এর কারণ, সংকলিত কাহিনির সঙ্গে অন্যান্য সূত্রের কাহিনির সমান্তরালতা উপস্থাপন, সম্পূর্ণ মৌখিক ঐতিহ্য থেকে কাহিনি সংগ্রহ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিশিষ্টের সংযোজন। তবে এসব বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা সত্ত্বেও কথক-পরিচয়ে দুর্বলতা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি চক্রবর্তীর।

বরুণকুমার চক্রবর্তীর সূচিতে বাংলা লোককথার ১৯১২-পরবর্তী ইংরেজি সংকলনগুলোর উল্লেখ নেই বললেই চলে। সেখানে বাংলা উপকথা ও রূপকথার সংকলনগুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

পাঁচ

বাংলা ফোকলোর/লোকসাহিত্য ও তার অঙ্গ হিসেবে বাংলা লোককথার সংকলনের যে সূচি উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার থেকে ইংরেজ সিভিলিয়ান ও খ্রিষ্ট মিশনারিদের নিম্নোক্ত দশটি সংগ্রহকে আমাদের আলোচনায় নেওয়া যেতে পারে—

১. উইলিয়াম কেরির *ইতিহাসমালা* (১৮১২)

২. জি. এইচ. ড্যামানটের *Indian Antiquary*-তে প্রকাশিত লোককথা (১৮৭২)

৩. মেভি স্টোক্সের *Indian Fairy Tales* (১৮৭৯)

৪. লাল বিহারী দে-র *Folk-Tales of Bengal* (১৮৮৩)

৫. মার্ক থর্নহিলের *Indian Fairy Tales* (১৮৮৯)

৬. কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Popular Tales of Bengal* (১৯০৫)

৭. হেনরি ফ্রান্সিস স্ক্রাইনের *Tales of Bengal* (১৯০৮)

৮. উইলিয়াম ম্যাককুলকের *Bengali Household Tales* (১৯১২)

৯. শোভনা দেবীর *The Orient Pearls* (১৯১৫) এবং

১০. ফ্রানসিস ব্রেডলি ব্রেডলি-বার্টের *Bengal Fairy Tales* (১৯২০)।

এই সংকলনগুলোর মধ্যে কেরির *ইতিহাসমালা* বাংলা ভাষায় সংকলিত হওয়ায় আমাদের বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই সংগত। ড্যামান্টের গল্পগুলো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে অনেক পরে (১৯৭৬) আশরাফ সিদ্দিকী *Tales from Bangladesh* নামে এর গ্রন্থরূপ দিয়েছেন। এছাড়া মার্ক থর্নহিলের সংকলনটি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য গ্যাবরন হেনরি ড্যামান্ট ১৮৬৯-১৮৭৯ পর্বে কর্মরত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে। ১৮৭২ সালে *Indian Antiquary* : Journal of Oriental Research in Archeology, History, Literature, Languae, Folk-Lore and etc. প্রকাশিত হলে ড্যামন্ট এর নিয়মিত লেখক হিসেবে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চায় অবদান রাখেন। পরে মনিপুরে নাগাদের হাতে তিনি নিহত হন (১৮৭৯)। মৃত্যুর পূর্বে মনিপুর অঞ্চলেরও কিছু গল্প সংগ্রহ করে *Indian Antiquary*-তে প্রকাশ করেন। ড্যামান্ট রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল থেকে ২২টির মতো গল্প সংগ্রহ করেন, যার সূচি নিম্নরূপ :

1. The Tree with the Golden Branches, 2. The Queen who was a Rakshasa, 3. The Brahman and the King, 4. The Prince and the Sages, 5. King Dalim and the Apsaras, 6. The Four Friends, 7. The History of a Rogue, 8. The Merchant and the Demon, 9. The Two Ganja-Smokers, 10. The Story of the Touchstone, 11. The Two Bhuts, 12. The Jackal and the Crocodile, 13. The King who Married a Pali Woman, 14. The Farmer who Outwitted the Six Men, 15. The Minister and the Fool, 16. The Tolls, 17. The Brahman and the Merchant, 18. Adi's Wife, 19. The Prince and his Wives, 20. The Finding of the Dream, 21. The Two Brothers, 22. The Story of Khamba and Thoibi.

এই সূচির শেষ দুটি গল্প মনিপুরের। ড্যামান্ট দিনাজপুরের পালি সম্প্রদায়ের কথকদের কাছ থেকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁর উপকরণ সংগ্রহ করেন [Siddiqui 1976 : xx]। ফলে পালি সম্প্রদায়ের পুরাণ, কিংবদন্তি ও লোককথা এতে প্রাধান্য পেয়েছে। সিদ্দিকীর মতে, ড্যামান্ট সংকলিত গল্পগুলো প্রামাণিক এবং তিনি এতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন করেননি [Siddiqui 1976 : xxi]। সিদ্দিকীর মতে, ড্যামান্টের অনেকগুলো গল্পই অন্য কোনো সংকলনে পাওয়া যায় না।

ছয়

মেভি স্টোকসের *Indian Fairy Tales*-এর একটি সংকলন আমাদের সংগ্রহে আছে। এর নামপাতায় স্টোকসের পরিচয় রয়েছে collector ও translator রূপে। এটি লন্ডনের নিউ বন্ড স্ট্রিটের এলিস অ্যান্ড হোয়াইট থেকে ১৮৮০ সালে প্রকাশিত। সিদ্দিকী ও ইসলাম, উভয় সূচিতেই এই বইটি ১৮৭৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত কপিটি দেখে মনে হয়নি যে, এর পূর্বতন কোনো সংস্করণ ছিল। নামপাতায় গ্রন্থের টীকা যে মেরি স্টোকস (Mary Stokes) এবং ভূমিকা (introduction) ডব্লিউ. আর. এস. রালস্টন (W.R.S. Ralston) তৈরি করেছেন, তাও উল্লেখিত। এছাড়া নির্ঘণ্ট তৈরি করেছেন স্টোকসের বাবা এবং লোককথার খ্যাতনামা পণ্ডিত চার্লস এইচ. টনি (Charles H. Tawney) পাণ্ডুলিপি পড়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। মুখবন্ধে (Preface) স্টোকসের পুরো নাম পাওয়া যায় এম. এস. এইচ. স্টোকস (M.S.H. Stokes)। মুখবন্ধটি ১৮৭৯ সালের মার্চের ২৪ তারিখে কলকাতায় লেখা। সিদ্দিকী ও ইসলাম সম্ভবত এই তারিখ বিবেচনায় নিয়েই প্রকাশকাল ও স্থান সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

দুপৃষ্ঠার মুখবন্ধে স্টোকস জানিয়েছেন যে, সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ২৫টি গল্পের কথক তিনজন— দুখিনী, মুনিয়া ও করিম। আয়া দুখিনীর জন্ম ও লালন কলকাতায়। তার

স্বামী মচির জন্ম কলকাতায়, লালন-বর্ধন বেনারসে। দুখিনী স্বামী মচির কাছ থেকেই গল্পগুলো শিখেছে। অন্য আয়া মুনীয়া শ্বেতকেশ বৃদ্ধা। তার জন্ম বিহারের পাটনায়। সাত বছর বয়সে সে কলকাতায় চলে আসে এবং এখানেই তার সংসার। অন্য কথক করিম একজন মুসলমান খিদমতগার; তার জন্ম পাটনায়। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ৩০টি গল্পের মধ্যে শেষ পাঁচটি স্টোকসের মাকে শুনিয়েছে মুনিয়া। তবে কলকাতা ও সিমলা বাসকালে স্টোকস যখন প্রথম ২৫টি গল্প শুনেছেন, তখন এর রস উপভোগ করতে পারেননি। কথকরা গল্পগুলো বলতেন হিন্দুস্থানি ভাষায়। পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় সংকলক ও তার মা বারবার গল্পগুলো শুনতেন। তবে করিম কখনো মায়ের সামনে গল্প বলেনি। গ্রন্থে এই গল্পগুলোর সূচি নিম্নরূপ :

> I. Phulmati Rani, or the Flower Lady, II. The Pomegranate King, III. The Cat and the Dog, IV. The Cat which could not be Killed, V. The Jackal and the Kite. VI. The Voracious Frog, VII. The Story of Foolish Sachuli, VIII. Barber Him and the Tigers, IX. The Bulbul and the Cotton-tree, X. The Monkey Prince, XI. Brave Hiralalbasa, XII. The Man who went to seek his Fate, XIII. The Upright King, XIV. Loving Laili, XV. How King Burtal became a Fakir, XVI. Some of the doings of Shekh Farid, XVII. The Mouse, XVIII. A Wonderful Story, XIX. The Fakir Nanaksa Saves the Merchant's Life, XX. The Boy who had a Moon on his Forehead and a Star on his Chin, XXI. The Bel Princess, XXII. How the Raja's Son Won the Princess Labam, XXIII. The Princess who Loved her Father like Salt, XXIV. The Demon is at Last Conquered by the King's Son, XXV. The Fan Prince, XXVI. The Bed, XXVII. Panwpatti Rani, XXVIII. The Clever Wife, XXIX. Raja Harichand's Pusnishment, XXX. The King's Son and the Wazir's Daughter.

এর ১৭ ও ১৮ সংখ্যক গল্পদ্বয় করিমের বলা এবং এগুলো লখনৌর গল্প।

Indian Fair Tales-এর ভূমিকা বিস্তৃত; মুদ্রিত পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪। রালস্টন এতে গভীর পাণ্ডিত্যময় তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, এশিয়া ও ভারতবর্ষের লোককাহিনির ভিত্তি হচ্ছে এর প্রাচীন ধর্মভাবনা ও নৈতিকতা এবং তারা অনমনীয়ভাবে রক্ষণশীল; শত শত বছর ধরে তারা একইরকমের বিশ্বাস ও সংস্কার লালন করে আসছে। ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বেই আর্যসভ্যতার মধ্যে এসব লোককথার বীজ সুপ্ত থাকলেও ভারতের মাটিতেই এর অঙ্কুরোদ্‌গম ও বিকাশ ঘটেছে। বৌদ্ধধর্ম হিমালয় অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে বিস্তৃত হলে এসব লোককথা পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *Bengali Folk Literature* (১৯২০) গ্রন্থে এ ধরনের অনেক লোককথার উদাহরণ দিয়েছেন। রালস্টন মনে করেন যে, পাশ্চাত্য-মানস প্রাচ্য

কল্পনালোক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ-কারণে খ্রিষ্টপূর্বকালে গ্রিক নীতিকথা/উপকথা ভারতবর্ষে আসলেও তা আদিরূপে বিস্তৃত হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে রালস্টনের তির্যক মন্তব্য— খ্রিষ্ট-সন্ন্যাসীর মন কখনও বৌদ্ধভিক্ষুর মতো হয়না। একই কারণে তিনি মনে করেন যে, *Old Deccan Days*-এর গল্পের ভাবধারা *Indian Fairy Tales* থেকে পৃথক হতে বাধ্য। কেননা, প্রথমটির কথক একজন স্থানীয় খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী; দ্বিতীয়টির মূল কথকদ্বয় দেশীয় হিন্দু। রালস্টনের অবলোকনে সংকলনের অনেক গল্পে ভারতীয় পুরাণ ও কিংবদন্তির ছাপ আছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি 'The Upright King' ও 'Raja Harichand's Punishment'-এর উল্লেখ করেছেন। আবার 'How King Burtral became a Fakir' কে তিনি যোগসাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেন।

রালস্টনের ভূমিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইউরোপীয় কাহিনির সঙ্গে *Indian Fairy Tales*-এর সমান্তরাল কাহিনির উপস্থাপন। রূপান্তর (transformation) বা অবয়বের রূপবদল সংক্রান্ত ইউরোপীয় গল্প, যেমন সিনডারেলা, স্লিপিং বিউটি, লিটল রেড রাইডিং হুড প্রভৃতির সঙ্গে তিনি আলোচ্য সংকলনের 'Phulmati Rani, or the Flower Lady', 'The Princes who Loved her Father like Salt' প্রভৃতির তুলনা করেছেন। তবে 'The Fakir Nanaksa Saves the Marchant's Life' গল্পকে তিনি অবয়বের রূপান্তর না বলে আত্মার রূপান্তর বলে মনে করেন এবং এতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পার্থক্য চিহ্নিত হয়। তাঁর বিবেচনায় 'The Fan Prince' ইউরোপীয় বিউটি অ্যান্ড দ্যা বিস্ট-এর সমান্তরাল। 'The Boy who had a Moon on his Forehead...' গল্প মূলত একজন স্ত্রী সম্পর্কে কলঙ্করচনার কথা, যার বহু সমান্তরাল গল্প পাশ্চাত্য লোককাহিনিতে আছে। 'The Story of Foolish Sachuli'-কে তিনি একটি রুশ লোককাহিনির সঙ্গে তুলনা করেছেন যা আফানসিয়েভ (Afansiev)-এর সংকলনে 'The Fool and the Birch Tree' শীর্ষনামে পাওয়া যায়। রাক্ষসের প্রাণ কোনো বাহ্যবস্তুর মধ্যে থাকে এবং সেটা ধ্বংস করলে রাক্ষসের মৃত্যু হয়। এরকম ঘটনা অনেক ইউরোপীয় গল্পে আছে। আলোচ্য সংকলনের 'Brave Hiralalbasa' একই ধরনের গল্প। হাস্যরসাত্মক (comical) এবং মিথ্যাভিত্তিক কাহিনিতে (Lie Stories) উভয় অঞ্চলের সাযুজ্য স্পষ্ট। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন পাশ্চাত্য গল্পে পুনরুজ্জীবনের জন্য যেখানে পানি ছিটানো হয়, 'Loving Laili' গল্পে সেখানে রক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে যেখানে জাদুর জন্য জঙ্গলের প্রয়োজন, সেখানে প্রাচ্যের গল্পে জাদুদণ্ডের ব্যবহার ব্যাপক। পাশ্চাত্যের খোসাবদল 'The Monkey Prince'-এ চামড়া বদল।

মুখবন্ধ, ভূমিকা ও টীকা মিলে *Indian Fairy Tales*-এর সংগ্রহ-পদ্ধতি ও কথন-কথক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। মুনিয়া ও দুখিনী প্রতিটি গল্প দুবার করে বলেছে। প্রথমে একবার মেয়ের কাছে যখন গল্পগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রেসের

জন্য কপি তৈরির পর মা আবার তাদের মুখে গল্পগুলো শুনে শব্দে শব্দ মিলিয়েছেন। টীকায় এ-প্রসঙ্গে মা স্টোকস লিখেছেন [Stokes 1880 : 237-38] :

> Old Muniya tells her stories with the solemn, authoritative air of a professor. She sits quite still on the floor, and uses no gestures. Dunkni gets throughly excited over her tales, marches up and down the room, acting her stories, as it were....
>
> All these stories were read back in Hindustani by my little girl to the tellers at the time of telling, and nearly all a second time by me this winter before printing. I never saw people more anxious to have their tales retold exactly than are Dunkni and Muniya. Not till each tale was pronounced by them to be *thik* (exact) was it sent to the press.

সংকলিত গল্পগুলো মূলত বাংলার, কয়েকটি বিহারের। কথকদের ভাষা হিন্দুস্থানি। সে-সময়ে ইংরেজ আমলা পরিবারগুলোর সঙ্গে এদেশীয় নিম্নবিত্ত সেবকরা একমাত্র এই ভাষাতেই কথা বলতে পারত। তবে ইংরেজির মধ্যে বাংলা আবহ চলমান রাখার জন্য গল্পগুলোতে প্রচুর বাংলা শব্দ অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। তাই ইংরেজিতে God না বলে খুদা, King স্থলে রাজা, বাদশার চলিত-রূপ বাশা (হীরালালবাশা প্রভৃতি), demon - এর স্থলে দেও প্রভৃতি পাওয়া যায়। কথকের উচ্চারিত শব্দকে নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য সংকলক ও তার মা কতটা সতর্ক ছিলেন সে চিহ্ন রয়েছে যখন "কোপ" (Kop) শব্দের মতো একটিমাত্র শব্দ সংকলন করতে গিয়ে ভাবেন [Stokes 1880 : 294] :

> ...Muniya says *kop* is a Hindustani, not a Bengali word, and has nothing whatever to do with demons. This is what Mr. Tawney writes on the subject : "It might mean *kapi*, or *kapila*, if the woman is a Bengali. *Kapi* is a name of Vishnu, possibly it might be the *Ramayana* as treating of monkeys, but I really do not know. I see Monier Williams says that there are certain demons called *kapa*. But of course *kopa* is anger. I suppose you know that the natives of Bengal pronounce the short *a* as *o* in the English word hop. Muniya pronounces *kop* like the English word *cope*. ...

ভূমিকায়ও সংকলক উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি দেশীয় নাম, শব্দ প্রভৃতি সঠিক বানানে লিখতে বাবা স্টোকস সাহায্য করেছেন।

লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সংগ্রাহকরা যে কতোটা সূক্ষ্ম-সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন তার নমুনা পাওয়া যায় যখন 'The Mouse' গল্পের টীকায় মা স্টোকস লিখেন [Stokes 1880 : 274] :

> Unluckily, when Karim was with us, I neglected to write down the name of the grain that kills the mouse and all the wonderful things he told us of the grain. His explanations were a kind of note given after he had finished the story.

অন্যত্র 'A Wonderful Story' সম্পর্কে টীকা তৈরি করতে গিয়ে বলছেন [Stokes 1880 : 274] :

> When Karim was here I forgot to ask him how big were Ajit's cakes, can and mice. Mr. Campbell of Islay, who read this story in manuscript, wrote in the margin where the mice were mentioned : "The fleas in the island of Java are so big that they come out from under the bed and steal potatoes. ...compare [with Ajit's can] a Gaelic story. ...

টীকায় অন্তত পাঁচটি গল্পের পাঠান্তর (variations) লিপিবদ্ধ করেছেন মা স্টোক্স। এর দুটি 'The Pomegranate King–এর। এ প্রসঙ্গে টীকাকার লিখেছেন [Stokes 1880 : 245] :

> Such is the story as told by Dunkni in 1876; at that time, when it was read over to her, she said it was correct. On my asking her is 1878, when the story was going through the press, to explain some points in it, such as why the children said they had been brought to life *three* times, the boy having only died twice, and the girl once, she told me the following variations :...

তৎকালে জনপ্রিয় এই ডালিমকুমার গল্পের আরও একটি পাঠান্তর পরে টীকাকারকে শুনিয়েছিলেন দুখিনী, যা টীকায় লিপিবদ্ধ আছে [Stokes 1880 : 252]। এছাড়াও দুখিনী 'Some of the Doings of Sheikh Farid' গল্পের [Stokes 1880 : 272] এবং মুনিয়া 'The Boy who had a Moon on his Forehead..., গল্পের (Stokes 1880 : 28) দুটি পাঠান্তরও টীকাকারকে পরে বলেছিলেন। এছাড়া গাঙ্গীয়া (Gangiya) নামে সিমলার এক পাহাড়ির বলা গল্পও টীকায় আছে, যা 'The Cat that could not be Killed' গল্পের পাঠান্তর। বোঝা যায় যে, *Indian Fairy Tales*-এর লোককথাগুলো স্টোক্স পরিবারের সবার অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল।

গ্রন্থটির টীকা অংশের আর একটি বৈশিষ্ট্য সমান্তরাল গল্পের উপস্থাপন। ৩০টি সংকলিত গল্পের প্রায় প্রত্যেকটির এক বা একাধিক সমান্তরাল গল্পের প্রসঙ্গ এনেছেন টীকাকার। মনে হয় যে ইংরেজি ছাড়াও জর্মন, রুশ, শ্লোভাকসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষা তাঁর জানা ছিল। ফলে পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের বহু সংখ্যক লোককথা তাঁর আয়ত্তে ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং পলিনেশিয়ার উদাহরণও তিনি

দিয়েছেন মাঝে মধ্যে। টেইলর ও মেলিনোভস্কির নৃতাত্ত্বিক রচনার সাহায্য নিয়েছেন প্রায়ই। এমনকি সমান্তরাল ঘটনার জন্য তৎকালীন দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকী; অন্যদিকে গুরু নানক বা শেখ ফরিদের বৃত্তান্ত অথবা ব্যক্তিগত চিঠিও ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় বৃক্ষ ও প্রাণীর পরিচয় উদ্‌ঘাটনে প্রাণিবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়েছেন। আবার ভারতীয় বা বঙ্গের সমান্তরাল গল্পের জন্য সন্ধান করেছেন রামায়ণ-মহাভারত, বেতাল পঞ্চবিংশতি অথবা সমকালীন *Old Deccan Days* বা *Indian Antiquary*-তে প্রকাশিত ড্যামান্‌ট ও অন্যদের গল্প।

Indian Fairy Tales—এর নির্ঘণ্ট অংশ বিস্তৃত এবং সুশৃঙ্খল।

আমাদের বিবেচনায় এখন থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে প্রকাশিত এই সংকলনটি বাংলা লোককথার বাংলা ও ইংরেজি সংকলনের মধ্যে সবচেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

সাত

শিক্ষক ও খ্রিষ্টধর্মযাজক লাল বিহারী দে পঞ্চাশোর্ধ বয়সে ৫০ পাউন্ড পুরস্কারের জন্য তিন অধ্যায়ের একটি রচনা তৈরি করেন। ১৮৭১ সালে কলকাতার উত্তরপাড়ার জমিদার জয় কিষাণ মুখোপাধ্যায় Social and Domestic Life of the Rural Population and Working Classes of Bengal বিষয়ে এই রচনা আহ্বান করেন। পরে এর সঙ্গে আরও বহু অধ্যায় যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় লাল বিহারী দে-র *Bengal Peasant Life* (লন্ডন, ১৮৭৪)। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল "Introduces an old women to the reader"। এই বৃদ্ধাই শম্ভুর মা যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বালক গোবিন্দকে কয়েক ঘণ্টা ধরে গল্প বলতেন। এরকম একজন শম্ভুর মা আসলেই ছিলেন যিনি বালক দে-কে গল্প বলতেন। *Bengal Peasant Life*-এ শম্ভুর মার বৃত্তান্ত পড়ে ইংরেজ সেনাকর্মকর্তা ও *Indian Antiquary*-এর সম্পাদক ক্যাপ্টেন রিচার্ড টেমপল (Captain R.C. Temple) এসব গল্প সংকলন করার জন্য দে'কে অনুরোধ করেন। দে গ্রিম (Wilhelm & Jacob Grimm) ও ক্যামপবেল (R.C. Campbell) সহ ইউরোপীয় লোককথা-সংগ্রহ সম্পর্কে জানতেন। তুলনামূলক পুরাণ ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। ফোকলোর-চর্চার খবরও তাঁর জানা ছিল।

শম্ভুর মার কাছে বালক লাল বিহারী শত শত গল্প শুনেছিলেন। কিন্তু শম্ভুর মাকে কোথায় পাওয়া যাবে? দে স্মৃতি হাতড়ালেন। কিন্তু এক গল্পের লেজ আরেক গল্পের মাথার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। এসময় তিনি একজন খ্রিষ্টান মহিলাকে খুঁজে পেলেন যিনি শৈশবে তার দাদির কাছে অনেক গল্প শুনেছেন। কথক হিসেবে ওই মহিলা ভালোই ছিলেন। তার কাছ থেকে ১০টি গল্প পাওয়া গেল। দুজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শোনালেন যথাক্রমে দুটি ও পাঁচটি গল্প; একজন বয়স্ক নাপিত তিনটি এবং দে-র এক

পুরাতন ভৃত্য দুটি। এই ২২টি গল্প নিয়ে লন্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে বের হলো *Folk Tales of Bengal* (১৮৮৩)। এর সূচি নিম্নরূপ :

> I. Life's Secret, II. Phakir Chand, III. The Indigent Brahman, IV. The Story of the Rakshasas, V. The Story of Swet-Basanta, VI. The Evil Eye of Sani, VII. The Boy whom Seven Mothers Suckled, VIII. The Story of Prince Sobur, IX. The Origin of Opium, X. Strike but Hear, XI. The Adventures of Two Thieves and of their Sons. XII. The Ghost-Brahman, XIII. The Man who Wished to be Perfect, XIV. A Ghostly Wife, XV. The Story of a Brahmadaitya, XVI. The Story of a Hiraman, XVII. The Origin of Rubies, XVIII. The Match-making Jackal, XIX. The Boy with the Moon on his Forehed, XX. The Ghost who was Afraid of being Bagged, XXI. The Field of Bones. XXII. The Bald Wife.

কথকরা গল্পগুলো বাংলায় বলেছিলেন। দে সেগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তারা যে শুধু এই ২২টি গল্পই বলেছিলেন, তা নয়। সংকলকের ভাষ্যে—

> I heard many more stories than those contained in the following pages; but I rejected a great many, as they appeared to me to contain spurious additions to the original stories which I had heard when a boy. I have reason to believe that the stories given in this book are a genuine sample of the old stories told by old Bengali women from age to age through a hundred generations. [Day 1883 : preface]

সন্দেহজনক বা fake-story-কে সংকলনে স্থান না দিয়ে দে ঠিক কাজই করেছেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী প্রামাণিকতাকেও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এই প্রামাণিকতা নিশ্চিত করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, দে তা অনুসরণ করেননি। কথকের পরিচয়, সংগ্রহের স্থানকাল, পদ্ধতি সবই অস্পষ্ট। পুরো সংকলনটিতে মাত্র দুটি টীকা পাওয়া যায়। দে তাঁর পূর্ববর্তী সংকলক ড্যামান্ট ও স্টোকসের সংগ্রহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কী না, জানা যায়নি। তবে স্টোকসের সংগ্রহের অন্তত দুটি গল্প দে-র সংগ্রহে আছে।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লাল বিহারী দে-র *Folk-Tales of Bengal* ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সম্ভবত সহজ ভাষায় জটিলতাবিহীন উপস্থাপনা সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। লন্ডনের ম্যাকমিলন একই সময়ে এর কয়েকটি সংস্করণ করেছিল—একটি ক্রাউন আকারের সচিত্র ডিলাক্স সংস্করণ, একটি সচিত্র ডিমাই আকারের সংস্করণ ও একটি চিত্রহীন সংস্করণ। এর ৩২টি রঙিন ছবি এঁকেছিলেন রূপকথা গ্রন্থগুলোর বিখ্যাত শিল্পী ওয়ারউইক গোবল

(Warwick Goble)। পরবর্তী সময়ে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ভারতবর্ষে *Folk-Tales of Bengal*-এর বহু সংখ্যক সংস্করণ হয়েছে। এখনও ইংরেজিতে বাংলা লোককথার সংকলন খুঁজলে লাল বিহারী দে-র সংকলনের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। লীলা মজুমদার *বাংলার উপকথা* নামে এর একটি অনুবাদও করেছেন।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা না হলেও উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে ফোকলোর ও সাহিত্য সাময়িকীতে *Folk-Tales of Bengal* উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল। *Anthenaeum* পত্রিকায় বলা হয় : They are not only delightful, imaginative fairy tale in themselves, but have also long been accepted as an important contribution to the literature of folk-lore,"। *Outlook* পত্রিকার মতে : The author has proved himself a born teller of fairy-tales. The stories he has to tell belong to the real magic, and so make an instant appeal to all lovers of fairy-lore.

আট

উনিশ শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে বেশ কয়েকটি সাহিত্য-সাময়িকী প্রকাশ হতে শুরু করে। *সাধনা, ভারতী* ইত্যাদি সাহিত্যপত্রে বাংলার লোকসাহিত্যের নানা উপকরণ মুদ্রিত হয়। ১৩০১ সালে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* প্রকাশিত হয় এবং এতে প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে বাংলা লোকসাহিত্যের উপকরণ স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বাংলার বিদ্বজ্জনদের আগ্রহে সমগ্র বঙ্গ-অঞ্চলে লোকসাহিত্যের সংগ্রহকাজ এক নতুন গতি পায়। বাঙালি ও ভারতবর্ষীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ বঙ্গবাসী বিদ্যোৎসাহীদের দেশীয় ঐতিহ্য সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করে। এই পর্বে বাঙালির প্রাচীন আচার ব্রতকথা সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় এবং গ্রন্থাকারে ও সাময়িকপত্রে এসব উপকরণ প্রকাশিত হয়। রাক্ষস-খোক্কস, ভূত-পেত্নি প্রভৃতি শিরোনামে কয়েকটি লোককথা-গ্রন্থও মুদ্রিত হয়।

মযহারুল ইসলামের সূচি অনুযায়ী এ-পর্বে মার্ক থর্নহিল (Mark Thornhill)-এর *Indian Fairy Tales* (লন্ডন, ১৮৮৯) প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয়, এর কোনো কপি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। আলোচ্য তিনটি সূচিতে এর কোনো বিবরণও পাওয়া যায়নি।

লাল বিহারী দে-র সংকলনের প্রায় দুইযুগ পরে প্রকাশিত হয় কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (Kasindranath Banerji)-এর *Popular Tales of Bengal.* কলকাতার হেরাল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে এটি মুদ্রিত এবং ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়। আমাদের সংগৃহীত ১৯০৫ সালের সংস্করণে কোনো প্রকাশকের নাম পাওয়া যায় না। কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো পরিচয় গ্রন্থটির সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়নি। সংসদ

বাঙালি চরিতাভিধান বা বাংলা একাডেমির *চরিতাভিধানেও* এ নামে কোনো ভুক্তি নেই। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে লেখা ভূমিকায় তিনি 'বশীরহাট, জেলা-২৪ পরগণা, বেঙ্গল' এই ঠিকানা ব্যবহার করেছেন, সেটি লেখকের জন্মস্থান। তবে ভূমিকার কৃতজ্ঞতা অংশ পড়ে মনে হয় যে কলকাতার এলিটমহলে ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। পূর্বানুমতি নিয়েই তিনি বইটি বাংলার তৎকালীন ল্যাফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এন্ড্রু, হেনডারসন লিথ ফ্রেজার (Sir Andrew Henderson Leith Fraser)-কে উৎসর্গ করেছেন। বইটি প্রকাশে অনুপ্রাণিত করার জন্য কলকাতার আর্মেনিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ, লা মারটিনিয়ার কলেজের একজন অধ্যাপক ও একজন ব্যারিস্টারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এছাড়া গ্রন্থের যে কপিটির অনুলিপি আমাদের সংগ্রহে রয়েছে তা লেখক কলকাতা মাদ্রাসা কলেজের অধ্যক্ষকে উপহার দিয়েছেন। তবে এসব থেকে কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র পাওয়া যায় না।

Popular Tales of Bengal-এ মোট ১৪টি গল্প আছে। এর সূচি নিম্নরূপ :

I. King Habachandra and his Prime Minister Gabachandra, II. The Three Dancers, III. The Barber-Brahman, IV. Don't Try to Please Everybody, V. The Lucky Adventurer, VI. The Witty Apprentice, VII. The Shrewd Son-in-Law, VIII. The Worthy Nephew, IX. Madarchand the Cracked Quack, X. Nimai the Singer, XI. Bokaram's Marriage, XII. The King's Cousin, XIII. The Mahammedan Weaver, XIV. Service Secures Sumptuous Subsistence.

সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লেখক তাঁর সংগৃহীত গল্পগুলোকে হাস্যরসাত্মক শ্রেণির (Humerous Tale) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, "…..to combine amusement with information"। এর পাশাপাশি তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই ভারতীয়, বিশেষত তৎকালীন বঙ্গে প্রচলিত জীবনধারা ও আচারের প্রসঙ্গ যুক্ত করেছেন। সংকলক মনে করেন যে, এসব গল্পের বিষয়বস্তু বাংলার অধিকাংশ মানুষের পরিচিত; কিন্তু নবতর পরিবেশনায় পাঠকের কাছে নতুন মনে হতে পারে।

বন্দ্যোপাধ্যায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তিনি লাল বিহারী দে-কে অনুসরণ করেছেন এবং এই সংকলন *Folk-Literature of Bengal*-গ্রন্থের অনুফল (Sequel)। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর বিবেচনায়, দে অতি-প্রাকৃত বিষয়বস্তুর প্রতি ঝোঁক দেখিয়েছেন যা অনেক সময় বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করেছে। অন্যদিকে বন্দ্যোপাধ্যায় এমন সব কাহিনির প্রাধান্য দিয়েছেন যা নিত্যদিনের জীবনে ঘটতে পারে। তবে 'Nimai the

Singer' গল্পটি যে বাস্তবসম্মত নয়, তা বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নিয়েছেন। এই বাস্তব দৈনন্দিনতার খুঁটিনাটি বাঙালির কাছে একঘেয়ে মনে হবে; কিন্তু প্রাচ্য জীবনধারা সম্পর্কে উৎসাহী ইউরোপীয়রা এতে আকর্ষণ বোধ করতে পারে। এর থেকে বলা যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ পাঠক।

কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংগ্রহ ও সংকলনে ফোকলোর পদ্ধতি ব্যবহার করেননি। তবে বেশ কিছু টীকার সংযোজন করেছেন। তাতে কিছু চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। যেমন কুলীন সংক্রান্ত টীকায় বলছেন [Banerji 1905 : 39]।

> Originally the posessors of *nine* special qualifications, viz—good conduct, modesty, knowledge, celebrity, pilgrimage to the holy places, firm faith in religion, performance of matrimonial alliances with highly respectable families, religious austerity, and liberality, were made *kulins* by King Ballal Sen of Bengal. But the title become hereditary, and descendants of those *specially qualified* persons now also enjoy the same honour, though they may not posesses the said *nine* qualifications.

ইংরেজি পাঠের এই গল্পগুলোতে অসংখ্য বাংলা, এমনকি আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে তীর্থ, কলসি, শিষ্য, মোল্লার মতো সহজ শব্দ যেমন আছে; আবার অন্নপ্রাশন, মাহেন্দ্রক্ষণ কিংবা ধর্মাবতারের মতো কঠিন শব্দও আছে। কিছু মিছু কিংবা নিদিলি-র মতো শব্দ ইংরেজি বাক্যে নিয়ে এসেছে বাংলার আবহ। বিভিন্ন পৃষ্ঠায় ওই পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত বাংলা শব্দের ইংরেজি অনুবাদও পাওয়া যায়। যেমন, গুরুদেব spiritual guide; কোতোয়াল prefect of police; জল্লাদ public executioner। প্রাণী ও বৃক্ষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, বিল্বপত্র Leaf of crataeva mermelos; শেফালিকা Nyctanthes arbori tristis। আবার tat (টাট্টুঘোড়া)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—An Anglo-Indian term applied to a degenerated country-born horse (Banerji 1905 : 102)।

কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Popular Tales of Bengal*-এর গল্পগুলো মূলত হাস্যরসাত্মক। মেভি স্টোকস ও লাল বিহারী দে-র সংকলন থেকে এগুলো চরিত্রগতভাবেই ভিন্ন।

নয়

যে বছরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকলনটি প্রকাশিত হয়, সে বছরেই ইংরেজ প্রশাসন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করে। পদ্মার পূর্বদিকের মুসলমান সমাজ এতে একরকম সমর্থন

দিলেও শিক্ষিত বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এ সময়ে বাঙালি স্বাদেশিকতার এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। বাঙালি ঐতিহ্য পুনরুদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে দেশীয় সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লোককথার সংকলন *ঠাকুরমার ঝুলি* (১৯০৭) এই চর্চার ফসল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সংবলিত এই লোককথা-সংকলন বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯০৮)সহ বেশ কিছু লোককথার সংকলন প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর *টুনটুনির বই* (১৩১৭) এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা যায় যে, *ঠাকুরমার ঝুলি* প্রকাশের পর বাংলা লোককথা সংগ্রহ ও প্রকাশের যে জোয়ার আসে, তাতে ইংরেজি ভাষায় বাংলা লোককথা সংকলনের গুরুত্ব কমে যায়। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ্ হলেও ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় দিল্লিতে। ইংরেজ প্রশাসনের শীর্ষ সিভিলিয়ানরা চলে যান দিল্লি। বাংলা অঞ্চলের খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারকরাও নিশ্চয়ই ওই নতুন পরিস্থিতিতে মানসিক দূরত্ব অনুভব করেছিলেন।

Tales of Bengal এই পর্বের রচনা। মযহারুল ইসলামের সূচিতে সংকলনটির উল্লেখ নেই। আশরাফ সিদ্দিকীর সূচিতে ওই সংকলনটির রচয়িতা একজন সরকারি কর্মকর্তা হেনরি ফ্রান্‌সিস স্ক্রাইন (Henry Francis Skrine) এবং সংকলনটি লন্ডন থেকে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত। আমাদের সংগ্রহে *Tales of Bengal* সংকলনটি আছে। নাম পাতা অনুযায়ী এর লেখক সত্য ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (S.B. Banerjea)। ফ্রান্‌সিস স্ক্রাইন এর সম্পাদকমাত্র। সংকলনটি ১৯১০ সালে প্রকাশ করেছে একযোগে লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, বোম্বাই ও কলকাতা থেকে লঙ্গম্যান্‌স গ্রিন অ্যান্ড কোঃ। এর সূচি নিম্নরূপ:

I. The Pride of Kadampur, II. The Rival Markets, III. A Foul Conspiracy, IV. The Biter Bitten, V. All's Well that Ends Well, VI. An Outrageous Swindle, VII. The Virtue of Economy, VIII. A Peacemaker, IX. A Brahman's Curse, X. A Roland for his Oliver, XI. Ramda, XII. A Rift in the Lute, XIII. Debendra Babu in Trouble, XIV. True to his Salt, XV. A Tame Rabbit, XVI. Gobardhan's Triumph, XVII. Patience is a Virtue.

এই গ্রন্থের কাহিনি শুরু হয়েছে কদমপুর গ্রাম থেকে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়েছে রতনপুর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত। কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবার, বিয়ের ঘটকালি, বউভাত, গ্রামে হাট বসানো, মহাজনি ব্যবসা, ভিলেজ-পলিটিক্‌স এবং সেখান থেকে কলকাতার স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত—এসবই এই সংকলনের উপজীব্য। নানা লক্ষণ দেখে মনে হয় যে, অনেকটা সত্যঘটনা অবলম্বনে কাহিনিগুলো লেখা। কিন্তু এগুলো কোনোভাবেই লোককথা নয়।

দশ

উইলিয়াম ম্যাককুলক রচিত *Bengali Household Tales* গ্রন্থটির বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে মযহারুল ইসলাম ও বরুণ কুমার চক্রবর্তীর সূচিতে। আশরাফ সিদ্দিকীর সূচিতে সংকলনটির ভুক্তি আছে, কিন্তু বিবরণ নেই।

Bengali Household Tales সংকলনটি আমাদের সংগ্রহেও রয়েছে। সেখানে ম্যাককুলকের অবস্থান "Collected and Translated" রূপে। নামের আগে রেভারেন্ড (Rev.) উপাধি যুক্ত করে পরিচয় লেখা হয়েছে, "formerly missionary of the United Free Church in lower Bengal." এটি লন্ডন, নিউ ইয়র্ক ও টরন্টো থেকে একযোগে প্রকাশ করেছে হোডার অ্যান্ড স্টাউটন (Hodder and Stoughton); সঙ্গে লেখা আছে ১৯১২ সালে মুদ্রিত। সংকলনটিতে মোট ২৮টি লোককথা আছে। এর সূচি নিম্নরূপ :

I. Karmasutra, II. The Brahman and the Kayastha, III. The Brahman's Luck, IV. The Brahman who Swallowed a God, V. The Brahman's Verse, VI. The Stolen Wife, VII. Nephew Kanai, VIII. The Goddess Itu, IX. The Pundits' Disputation, X. The Four Poets, XI. The Two-footed Cattle, XII. Kangala, XIII. What will Co-operation not Effect?, XIV. The Silence-Wager, XV. Master and Man, XVI. The Foolish King and his Foolish Minister, XVII. Kanai, the Gardener, XVIII. The Wily Jackal, XIX. The Lucky Rascal, XX. The Triple Theft, XXI. The Witch's Dinner, XXII. The Raja's Son and the Kotwal's Son, XXIII. Tilbhushki and Chalbhushki, or the Two Brides, XXIV, The Two Bridegrooms, XXV. King Vikramaditya and his Bride, XXVI. Learning and Motherwit, XXVII. The Kotwal's Daughters, XXVIII. The Goat, the Tiger, and the Monkey.

ট্রিনিটি এডিনবরা থেকে লেখা মুখবন্ধে (preface) ম্যাককুলক জানিয়েছেন যে, এর গল্পগুলো সংকলনের ২৫ বছর আগে থেকেই তিনি সংগ্রহ করছিলেন। গ্রন্থভুক্ত ৪, ৬, ১১ ও ২২ নম্বরসহ কয়েকটি গল্প কলকাতার *Englishman* সংবাদপত্রে এবং ১, ২ ও ৫ মাদ্রাজের *Christian College Magazine*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি ২০টির মতো গল্প এই সংকলনের পূর্বে কোথাও মুদ্রিত হয়নি। ম্যাককুলক আসলে ২৮টির চেয়ে বেশি সংখ্যক গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। এর অনেকগুলো গল্প ছিল লাল বিহারী দে-র *Folk Tales of Bengal*-এর গল্পগুলোর পাঠান্তর। ম্যাককুলক সেই গল্পগুলো এই সংকলনে স্থান দেননি।

সংকলকের স্বীকৃতি অনুযায়ী এর বেশির ভাগ গল্পের কথক একজন বুদ্ধিমান তরুণ ব্রাহ্মণ। এই গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণটির বাস অত্যন্ত দূরবর্তী গ্রামে। ম্যাককুলকের সঙ্গে

পরিচয়ের আগে তেমন কোনো ইউরোপীয় মানুষের সংস্পর্শে আসেননি তিনি। কথকতা এবং রঙ্গরসিকতায় ব্রাহ্মণটি ছিলেন প্রতিভাধর। তিনি বারবার বলেছেন যে, যেভাবে শুনেছিলেন ঠিক সেভাবেই গল্পগুলো বলেছেন। ম্যাককুলকের কাছে তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল।

ম্যাককুলকের বিবেচনায় এর কিছু গল্প স্থূল ও ভোঁতা ধরনের। অথচ ভদ্রলোক ছিলেন পরিশীলিত মনের অধিকারী। যে কোনো বিষয়ে ঘটনা সাজিয়ে গল্প বলার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর মধ্য। ব্রাহ্মণটি ভালো সংস্কৃত জানতেন। অনেক সময় একই গল্প তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে বলতেন। ম্যাককুলক দেখেছেন যে, ওই দুই ভাষার গল্পের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আমরা এটাকে প্রমাণিকতার একটি চিহ্ন হিসেবে ধরে নিতে পারি।

সংকলক প্রথমে শর্ট-হ্যান্ড পদ্ধতিতে গল্পগুলো লিপিবদ্ধ করতেন। তারপর—

> In translating them, I have made no attempt to improve them into literature, but have tried simply to reproduce the sense of the originals in ordinary conversational English. In one or two instances, where western taste necessitated some slight modification, literal renderings have been appended below in Latin.

তবে এই slight modification ফোকলোরের সংগ্রহ-সংকলন পদ্ধতি অনুমোদন করে না।

মুখবন্ধে ম্যাককুলক উল্লেখ করেছেন যে, সংকলনে প্রদত্ত টীকাগুলো সাধারণ পাঠকদের জন্য– "... not for experts in matters Indian or in Folk-lore। তাঁর ভাষ্যে বিশেষজ্ঞের জন্য লেখার কোনো যোগ্যতা তাঁর নেই। কিন্তু matters Indian এবং matters Folklore উভয় ক্ষেত্রই যে তিনি নবিশ নন, তার চিহ্ন টীকাগুলোতে আছে। ২৮টি গল্পে এবং পরিশিষ্টে ম্যাককুলক প্রায় ৪০০ টীকা রচনা করেছেন। টীকাগুলো পাঠে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তিনি ভারতীয় ও বহির্বিশ্বের ফোকলোর ও লোককথা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। 'The Brahman who swallowed a God' গল্পে (McCulloch 1912 : 29) একটি টীকায় তাঁর ভাষ্য :

> A person's being swallowed and afterwards emerging little or none the worse from inside the swallower is a favourite Folk-tale motif all over the world. Mrgankavati is swallowed by a Rakshasa and emerges uninjured four times a month. A beautiful maiden comes out of elephant. A great ship full of people is found in a huge fish when it is cut up. In 'Pride Abased,' a fish swallows the king, who is afterwards cut out alive, but in rather poor condition.

অন্য একট টীকায় হিন্দু নারীর একটা সময় পর্যন্ত স্বামীর মুখ না দেখার প্রসঙ্গে বলছেন (McColloch 1912 : 225) :

> A state of things – like much else in these tales – not to be accounted for by Hindu customs, present or recorded, indicating that the story must have originated in a prehistoric community, where the rule that the bridegroom must not see the bride till some time after the marriage—perhaps, till after the birth of the first child—was still in force.

এই দুটো টীকা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এতে ম্যাককুলক ভারতীয় 'কথাসরিৎসাগর'-এর পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন গ্রিসের গল্পমালা; হিনটন নলেস (J. Hinton Knowles)-এর *Folk Tales of Kashmir*-এর পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন ক্লাউসটন (W.A. Clouston)-এর *Popular Tales and Fiction.* অন্যদিকে এর একটি টীকায় উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতীয় আচার সম্পর্কে ম্যাককুলকের গভীর পর্যবেক্ষণ; আবার লোককথা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণার প্রকাশ।

ভারতীয় লোকবিশ্বাস ও পুরান ম্যাককুলার গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। '*The* Kotwal's Daughter' গল্পে পারিজাত সম্পর্কিত টীকায় লিখছেন (McCulluch 1912 : 296).

> Sk. Pariyata, called also *Kalpadruma*, a tree produced at the churning of the ocean, which granted the wishes of those that propitiated it. It was placed in *Svarga*, the heaven of Indra, but was carried off by Krishna, who planted it in his own city of Dvaraka. After his death, it returned to *Svarga*.--- the hermit, Narada, gives the King of Vatsa a garland of parijata flowers.

বাংলার প্রাণিজগৎ বিশেষত উদ্ভিদজগৎ ইউরোপীয় পাঠকদের কাছে খুব পরিচিত ছিল না। বাংলার লোককথাগুলোতে গাছ-পালা, ফুল-ফল, পশু-পাখি, মাছ ও অন্যান্য জলজপ্রাণীর জগৎকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পাওয়া যায়। অনেক সময় পশুকুল, এমনকি গাছপালাও মানুষের মতো আচরণ করে। এ ধরনের প্রাণের পরিচয় দিতে ইউরোপীয় লোককথা সংকলকরা প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের সাহায্য নিতেন। শোলার পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যাককুলক লিখছেন (McCulloch 1912 : 108) :

> *Aeschynomene paludosa*, a water-plant, called by some the Indian cork, the stems of which, being very light, are used for making not-floats, sun-hats, toys, etc. Sola can absorb an enormous quantity of water.

সংকলনে ম্যাককুলক বহু সংখ্যক সমান্তরাল কাহিনির উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় 'Master and Man' *গল্পটি Folk Tales of Kashmir'*-এ উপস্থাপিত 'The Cruel Marchant'-এর সমান্তরাল গল্প (McCulluch 1912 : 131)। আবার হান

(J.G.V. Hahn)-এর গ্রিক ও আলবেনীয় রূপকথার সংকলন *Griechische and Albanesische Marchen*-এর 'The Wager of the Three Brothers with the Beardless Man' গল্পের সঙ্গেও 'Master and Man'-এর সমান্তরলতা আছে। তবে ম্যাককুলকের ভাষ্যে দুই গল্পের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যও নির্দেশিত (McCulloch 1912 : 131) :

> There the stakes is flesh from off the backbone, to be lost by the person who flies into a rage. The two elder brothers successively lose the wager. The youngest wins, by wasting his master's sheep and cattle till he can stand it no longer.

সংকলনের 'The Wily Jackal' গল্পটি ম্যাককুলকের ভাষ্যে 'পঞ্চতন্ত্র'-এর চতুর্থ খণ্ডের দশম গল্পের পাঠান্তর। এক্ষেত্রে তিনি থিওডর বেনফে (Theodor Benfey)-কে সাক্ষী মেনেছেন (McCulloch 1912 : 148)। এখানেও ম্যাককুলকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রকাশ দেখা যায় যখন তিনি লোককথায় বিশেষত ভারতীয় গল্পে খেঁকশিয়াল (Fox) ও বড় শিয়ালের (Jackal) চরিত্রগত পার্থক্য অনুসন্ধান করেন। বেনফে, ওয়েবার, রালস্টনের বরাত দিয়ে তিনি বলেন যে, খেঁকশিয়াল চতুর প্রাণী নয়; তবে ইউরোপীয় ধারণায় বড় শিয়াল ধূর্ত (cunning)। তাঁর সময়ের বাঙালিদের মধ্যে বড় শিয়ালকে ধূর্ত ভাবার উদাহরণ দেখেছেন ম্যাককুলক।

লোকসাহিত্যের ভুবনে গল্পের বা গল্পাংশের মূল প্রতিপাদ্য এবং চরিত্রের ধরন অনুযায়ী গল্পের বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে অ্যানটি আরনে (Anti Aarne)-র type-index উপস্থাপিত হওয়ার পরে (১৯০৫)। আরও পরে ১৯৩০-এর দশকে স্টিথ টমসন (Stith Thompson) *Motif-Index of Folk Literature*-এর ছয় খণ্ডের বিপুল উপকরণ উপস্থাপন করলে লোকসাহিত্য বিশ্লেষণের ধারায় বড় পরিবর্তন আসে। ম্যাককুলক আরনের টাইপসূচি সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলে মনে হয় না। আরনের সূচি বেরিয়েছিল ফিনিস ভাষায়। ১৯১২ সালে টমসনের সূচি প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু *Bengali Household Tales*-এ ম্যাককুলক গল্পের মটিফ ধরে বিপুল সংখ্যক সমান্তরাল গল্প উপস্থিত করেছেন।

এর একটি উদাহরণ হিসেবে আমরা 'Tilbhushki and Chalbhushki, or the Two Brides'-কে নিতে পারি। এ গল্পের একটি মূল প্রতিপাদ্য দীর্ঘসময় বন্ধ্যা থাকার পর অলৌকিকভাবে তৈরি কিছু পান করে সন্তান লাভ। ম্যাককুলক মনে করেন যে, সারা বিশ্বের লোককথায় এই ধরনের ঘটনা প্রায়শই পাওয়া যায়। পরিশিষ্টের (Appendix) ৬ নম্বর টীকায় তিনি এর অন্তত সাতটি উদাহরণ দিয়েছেন (McCulloch 1912 :

315-16) :

ক. গ্রিসের গল্পে এক জেলেনি দুটি সোনালি মাছ খেয়ে দুটি স্বর্ণাভ শিশুর জন্ম দেয়।

খ. 'কথাসরিৎসাগরে'র উদয়নের গল্পে এক বনবাসী সন্ন্যাসীর মন্ত্রপুত চাল, দুধ, গুড় খেয়ে রানির সন্তান হয়।

গ. 'কথাসরিৎসাগরে'র দেবস্মিতার গল্পে রাজা সন্তান কামনায় যজ্ঞ করেন। তার ধূপ ইত্যাদি থেকে উদগত গন্ধে ১০৫ রানির সন্তান হয়।

ঘ. 'কথাসরিৎসাগরে'র শ্রীনঙ্গভুজার গল্পে বনবাসী সন্ন্যাসী শ্রুতবর্ধন বন্য পাঁঠার মাংস থেকে পরশমণি তৈরি করেন। ওটি খেয়ে বীরভুজের ১০০ রানির সন্তান হয়।

ঙ. *Folktales of Kashmir* সংকলনে উগ্রভট্টের পুরোহিত পবিত্র গ্রন্থ দিয়ে শুদ্ধ করে নৈবেদ্য তৈরি করলেন। ওটি খেয়ে দুই রানি সন্তানসম্ভবা হলেন।

চ. 'বকওয়ালি'তে চাষির ঘরের বউ মন্দির প্রাঙ্গণের সর্ষের রান্না খেয়ে বকওয়ালিকে পুনর্জন্ম দিলেন।

ম্যাককুলক আরও উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ব ভারতের অনেক মানুষ তখনও এ ধরনের ঘটনায় বিশ্বাস করতেন। চন্দননগরের নিকটবর্তী এক মেলায় এ ধরনের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। ম্যাককুলক অনুমান করেন যে, এ ধরনের জাদুকরি সন্তানলাভের পেছনে রয়েছে পিতার ঔরস ছাড়াই সূর্যদেবতার জন্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস, যার উৎস আদিম পৌরাণিক বিশ্বাস। লোককথার উদ্ভব সম্পর্কে ভগ্নপুরাণ তত্ত্ব (broken down myth) ম্যাককুলকের জানা ছিল কি?

এসব সমান্তরাল লোককথার উদাহরণ কিংবা পাঠান্তর নির্দেশে ম্যাককুলক ভারতীয় প্রাচীন সংকলনের মধ্যে মহাভারত ও কথাসরিৎসাগর, বাংলা অঞ্চলের সংকলনের মধ্যে ক্যাম্পবেল-এর *Santal Folk-Tales,* লাল বিহারী দে'র *Folk-Tales of Bengal* এবং মেভি স্টোকসের *Indian Fairy Tales* এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোককথা সংকলনের মধ্যে এম. ফ্রিরি-র *Old Deccan Days* ও হিনটন নলেসের *Folk-Tales of Kashmir* ব্যবহার করেছেন। ইউরোপ থেকে নিয়েছেন ইংরেজি, জর্মন, গ্রিক, রুশ, আলবেনিয় এবং এশিয়া থেকে তিব্বতের গল্প। তত্ত্বের জন্য ব্যবহার করেছেন হার্টল্যান্ড (J. Hartland)-এর *The Science of Fairy Tales*, মনিয়ের উইলিয়ামস (Monier Williams)-এর *Religious Thought and Life in India* প্রভৃতি। তবে ড্যামান্টের সংগ্রহের কোনো গল্প তিনি ব্যবহার করেননি। কাশীন্দ্রনাথের সংকলন সম্পর্কে তিনি জানতেন বলে মনে হয় না।

বাংলা লোককথার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংকলনের জন্য ম্যাককুলককে মেভি স্টোকসের সমান্তরাল স্থান দেওয়া যায়।

এগার

বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিশেষ অবদান লোকসাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছিল। সেসময়ে বিভিন্ন সাহিত্যপত্র ও গবেষণাপত্রে এঁদের বহু সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে ছড়া ও সংগীত সংগ্রহ করলেও লোককথা সংগ্রহ করেননি। তবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে লোককথা সংগ্রহ করেছিলেন এর সাক্ষ্য তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা ও বিভিন্ন বইয়ের ভূমিকায় বিধৃত আছে। *ক্ষীরের পুতুল* (১৮৯৬), প্রভৃতি তাঁর সংগৃহীত গল্পের শিল্পরূপ। *বাংলার ব্রত* (১৯১৯)-এ ব্রতের চিত্র ও ছড়ার সঙ্গে ব্রতকথাও সংকলিত হয়েছে। তবে এগুলোর কোনোটাই বাংলা লোককথার অবিমিশ্র সংকলন নয়।

ঠাকুর পরিবারের শোভনা দেবীর লোককথা সংকলন *The Orient Pearls* অবিমিশ্র লোককথার সংকলন। লন্ডনের ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি থেকে ১৯১৫ সালে সংকলনটি প্রকাশিত হয়; মুদ্রক গ্লাসগোর ইউনিভার্সিটি প্রেস। সংকলকের সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক মন্তব্য (Prefatory Note) থেকে জানা যায় যে, কাকা স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছোটগল্প পড়ে তিনি এই গল্পগুলো লিপিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হন। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গল্প সংগ্রহে কোনো তাগাদা দিয়েছিলেন কী না জানা যায় না।

শোভনা দেবী রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম কন্যা। স্বামীর সূত্রে তিনি দীর্ঘসময় জয়পুর অঞ্চলে কাটান। রূপকথা, উপকথা, প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' অনুবাদ করেন 'To Whom' নামে। Orient Pearls ছাড়াও তাঁর একই ধরনের রচনার মধ্যে আছে *Indian Nature Myth, Indian Fables and Folklore* প্রভৃতি। এসব থেকে বলা যায় যে, শোভনা দেবী ইংরেজিতে পারদর্শী ছিলেন, লোককথায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং পুরাণ, নীতিগল্প ও ফোকলোর সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ধারণা ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রারম্ভিক মন্তব্যে শোভনা দেবী বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের মতো গল্পবলার প্রতিভা না থাকায় তিনি লোককথা সংগ্রহ করেন এবং তাতে ইংরেজি পোশাক পরিয়ে দেন। *The Orient Pearls*-এ মোট ২৮টি গল্প আছে। এর সূচি—

I. A Feast of Fists, II. The Hawk the King-maker, III. The Wax Prince, VI. The Golden Parrot, V. The Tables Turned, VI. The Princess with the Borrowed Life, VII. The Hermit Cat, VIII. The Crop of Fried Maize, IX. The Monkey Bridegroom, X. The Wooden Maid, XI. The Lucky Moustache, XII. The Flutes of Fortune, XIII. The Sand-river, the Stone-

Boat, and the Monkey Ferryman, XIV. The Monkey Giant-killer, XV. The Golden Calf, XVI. The Wages of Sin, XVII. A Nose for a Nose, XVIII. The Jackal the Complainant, the Goat the Accused, and the Wolf the Judge, XIX. The Riddle of the Puppets, XX. The Bride of the Sword, XXI. The Foolish Vow, XXII. The Pearl Goose, XXIII. The Ungrateful Goat, XXIV. The Elephant-Wrestler, XXV. Uncle Tiger, XXVI. The Crab Prince, XXVII. The Giant Outwitted by the Dwarf, XXVIII. The Fireling Husband.

শোভনা দেবী জানাচ্ছেন যে, বহু সংখ্যক নিরক্ষর গ্রামবাসীর কাছ থেকে তিনি নানা সময়ে এই গল্পগুলো শুনেছিলেন। আর কয়েকটি গল্প শুনেছেন তাঁর এক অন্ধ সেবকের কাছ থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গল্পগুলোর কথক, সংগ্রহের স্থানকাল ইত্যাদি সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কোনো তথ্য সংকলক জানাননি। কোনো টীকা বা বিশ্লেষণও এর সঙ্গে যুক্ত করেননি। শোভনা দেবীর সংকলন *The Orient Pearls*-এর নামপাতায় গ্রন্থের শিরোনামের নিচেই লেখা আছে *Indian Folk-Lore*। তবে ফোকলোরের নিয়ম-পদ্ধতির কোনো প্রয়োগ এই সংকলনে দেখা যায় না। এটি নিতান্তই একটি সাহিত্য সংকলনের আদলে তৈরি।

বার

ফ্রান্সিস ব্রেডলি-বার্ট ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ১৮৯৬ সালে তিনি ভারতীয় ইংরেজ প্রশাসনে যোগ দেন এবাং খুলনা, মেদিনীপুর, হুগলি, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন। সম্ভবত এভাবে ভারতীয় ও বঙ্গের ইতিহাস–ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ব্রেডলি-বার্ট বহু সংখ্যক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। *Chota Nagpore* (১৯০৩), *History and Ethnology of Indian Upland* (১৯০৫), *The Romances of an Eastern Capital* (১৯০৬), *Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century* (১৯১০), *Sylhet Thackeray* (১৯০১), প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ফোকলোরের বিবেচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডি রোজিওর কবিতাকে তিনি নতুন করে উপস্থাপন করেছিলেন। অক্সফোর্ডের উচ্চশিক্ষিত ব্রেডলি শেলান্ড ব্রেডলি (Shelland Bradley) ছদ্মনামে গল্প লিখতেন।

ইতিহাস-ঐতিহ্যে ব্যুৎপত্তি, বাঙালি জনজীবনের সঙ্গে পরিচয় এবং গল্প বলার দক্ষতা— সব মিলিয়ে ব্রেডলি-বার্টের বাংলার লোককথা সংকলন অনিবার্য ছিল বলেই মনে হয়। তাঁর ৩২টি লোককথার সংকলন *Bengal Fairy Tales* লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের জন লেন প্রকাশনা থেকে বের হয় ১৯২০ সালে। নামপাতায় গ্রন্থের

শিরোনামের সঙ্গেই অতি বড় অক্ষরে লেখা আছে, Illustrations by Abanindranath Tagore। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছয়টি পূর্ণপাতার ছবি প্রকৃতপক্ষে সংকলনটিকে অন্যমাত্রায় উত্তীর্ণ করেছে। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনা ও তুলির আঁচড়ে নিদ্রাপরি ও কালপরি, পদ্মলোচন, বড় রানি, সন্ন্যাসী, দেড় আঙুলে এক নতুন চিত্ররূপ লাভ করেছে। *Bengal Fairy Tales*-এর গল্পগুলো তিনটি পর্বে উপস্থাপিত।-এর সূচি নিম্নরূপ :

PART-I

Stories Told by Bhabaghuray, The Traveller

I. The Four Riddles, II. Padmalochan, the Weaver, III. Budhibanta, the Boy Weaver, IV. Khoodeh, the Youngest Born, V. Luckhinarain, the Idiot, VI. The Four Swindlers, VII. Katmanush, or the Human Being who was made of Wood, VIII. The Wily Brahmin, IX. Hati Sing, or the Vanquisher of an Elephant, X. The Country of Swindlers, XI. The Man Who was Enriched by Accident, XII. Strange Friends in Time of Need, XIII. Lakshmi's Gift, XIV. The Redeeming Power of the Ganges.

PART-II

I. Madhumala, the Wreath of Sweetness, II. Pushpamala, the Wreath of Flowers, III. Malanchamala, the Wreath in a Flower Garden, IV. Kanchanmala, the Golden Wreath, V. Shankhamala, the Garland of Shells.

PART-III

I. Princess Kalabutti, II. The Seven Brothers who were Turned into Champa Trees, III. Sheet and Basanta, IV. Kirunmala, or the Wreath of Light, V. Blue Lotus and Red Lotus, VI. Dalimkumar, VII. A Stick of Gold and a Stick of Silver, VIII. Jackal, the Schoolmaster, IX. Humility Rewarded and Pride Punished, X. A Brahmin and his Wife, XI. A Man who was only a Finger and a Half in Stature, XII. The Petrified Mansion, XIII. A True Friend.

ব্রেডলি-বার্ট তাঁর সংকলিত গল্পগুলোর উৎস সম্পর্কে কিছুই বলেননি। শুধু প্রথম পর্বের ১৪টি গল্পের সূচির ওপরে লেখা রয়েছে Stories told by Bhabaghuray, the Traveller। কিন্তু এই ভবঘুরে বা পথিক সম্পর্কে আর কোনো তথ্য দেননি। দ্বিতীয় পর্বের মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা ও শঙ্খমালা এবং তৃতীয় পর্বের কলাবতী রাজকন্যা, সাত ভাই চম্পা, শীত বসন্ত, কিরণমালা, নীলপদ্ম লালপদ্ম, ডালিমকুমার, শিয়ালের পাঠশালা, দেড় আঙুলে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গল্প।

আশরাফ সিদ্দিকীর পর্যবেক্ষণে বার্টের দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলো দক্ষিণাঞ্জন মিত্র *মজুমদারের ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯০৮) এবং তৃতীয় পর্বের গল্পগুলো একই লেখকের *ঠাকুরমার ঝুলি* (১৯০৭) থেকে চয়নকৃত (Siddiqui 1997 : 99)। তবে উপস্থাপনকালে গল্পগুলো সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সিদ্দিকীর বক্তব্য মেনে নিলে বলতে হয় যে, বার্টের কিছু গল্প লিখিত উৎস থেকে সংগৃহীত।

Bengal Fairy Tales রূপকথার সংকলন হিসেবে আকর্ষণীয়, বিশেষত যারা বাংলা পড়তে পারেন না। এর বড় সীমাবদ্ধতা কথক ও কথনের স্থানকাল সম্পর্কে তথ্যের অভাব। টীকা ভাষ্যের অনুপস্থিতি, সমান্তরাল গল্প ও পাঠান্তরের অনুল্লেখ প্রভৃতি গ্রন্থটিকে ফোকলোরের তত্ত্ব-পদ্ধতির থেকে দূরে নিয়ে গেছে।

তের

১৮৮০-১৯২০ কালপর্বে রচিত বা সংকলিত বাংলার লোককথার ইংরেজি সংকলনগুলোর মধ্যে যে আটটির পরিচয় আমরা উপস্থাপন করলাম, তাতে দু'শতাধিক গল্প আছে। মার্ক থর্নহিলের *Indian Fairy Tales* পাওয়া গেলে এর সংখ্যা বাড়বে। Teresa Peirce Williston Gi *Hindu Stories* (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৬)-এর কয়েকটি গল্পও এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সংকলিত গল্পগুলোর মধ্যে কিছু পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায়। তারপরও পাঠ-পাঠান্তর মিলালে বহু সংখ্যক গল্প আমরা পাব।

সংগ্রহের বিবেচনায় বাংলা লোককথার এই উপকরণগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা এই পর্বে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুটি (??), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের চারটি (১৯০৭, ১৯০৮, ১৯০৯, ১৯০১৩), জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্তের একটি (১৩১৪), উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর একটি (১৩১৭), অম্বিকাচরণ গুপ্তের একটি (১৩২০), সত্যচরণ চক্রবর্তীর একটি (১৯১৮) এবং চণ্ডীচরণ গুপ্তের একটি (দ্বি.স. ১৯২১)— এই কটিই বাংলায় লোককথার সংকলন। ফলে এ পর্বের ইংরেজি সংকলনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মর্তব্য, প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে, বিশেষত বঙ্গীয় গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন ছিল সামান্য। ফলে বিশ শতকের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্য ও উপকরণ এতে বহমান ছিল। অন্যদিকে, বাংলা ও ইংরেজি সংকলনগুলোর তুলনামূলক আলোচনার জন্যও ইংরেজি সংকলনগুলো গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কিছু ইংরেজি সংকলনে পাঠান্তর, সমান্তরাল গল্প, ব্যাখ্যা প্রভৃতির যে সমাহার তা ওই সময়ের এমনকি পরবর্তী ১০০ বছরের বাংলা লোকসাহিত্য সংকলনগুলোতে এর কোনো তুলনা আমাদের চোখে পড়েনি। ব্যক্তিগত উদ্‌যোগ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতা যে ফোকলোরের মতো বিষয়ের চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক "প্রজেক্ট-বিলাস"-এর চেয়ে অনেক বেশি অবদান রাখতে পারে, তা এই ইংরেজি সংকলনগুলোতে ভাস্বর হয়ে আছে।

গ্রন্থপঞ্জি

বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮৬, ১৯৭৭। *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি

Banerjea, S. B., 1910. *Tales of Bengal,* London : Longmans, Green & Co.

Banerji, Kashindranath, 1905. *Popular Tales of Bengal,* Calcutta.

Bradley-Birt, F. B., 1920. *Bengal Fairy Tales,* London : John Lane.

Devi, Shovona, 1915. *The Orient Pearls,* London : Macmillan & Co.

Day, Lal Behari, 1883. *Folk Tales of Bengal,* London : Macmillan & Co. Limited

Islam, Mazharul, *A History of Folktale Collections in India, Bangladesh and Pakistan*, Calcutta : Panchali Prakason.

McCulloch, William, *Bengali Household Tales,* London : Hodder and Stoughton.

Siddiqui, Ashraf (ed.), 1976. *Tales from Bangladesh,* Dhaka : Bangladesh Books International.

Siddiqui, Ashraf, 1997. *Bengali Folklore : Collections and Studies* : Dhaka : Bangla Academy Stokes, Maive 1880, *Indian Fairy Tales,* London : Ellis & White. *এবং অন্তর্জাল থেকে আহরিত তথ্য।*